এক বড় ভাইয়ের সেই প্রস্তাব

তখন আমি ক্লাস টেনের ছাত্র। আমাদের বাসার পাশের বিল্ডিংয়ে এক বড় ভাই ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, বিকেলে যেন তাদের বাসায় আমি যাই। কথামতো আমি সেদিন ওই পাড়াতো বড় ভাইয়ের বাসায় গেলাম। তার বাসায় কেউ তখন ছিল না। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পর্নো বা নীল ছবি দেখব কিনা। আমি একটা গাধা টাইপ ছেলে ছিলাম তখন। ওই ভাইয়ের কথায় পর্নো দেখতে রাজি হয়ে গেলাম। ওই ভিডিও দেখা শেষ হলে বড় ভাই আমাকে একটি অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। কী প্রস্তাব, তা আর বলতে চাচ্ছি না। আমি শুধু ওই ভাইয়াকে ভদ্রভাবে মানা করে দিলাম। ওই ভাইও আর কিছু বলেননি আমাকে। কিন্তু তাকে দেখে খুব ব্যথিত মনে হচ্ছিল। আর আমার ভেতরটা রাগে জ্বলছিল। এরপর আর ওখানে বসে থাকা যায় না। আমি ওই বাসা থেকে বেরিয়ে চলে এলাম। এসব ঘটনা অনেক আগের। আমার এসব ভুলে যাওয়ারই কথা। দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার কারণে হয়তো ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু তবুও ইদানীং এই ছোট্ট ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। বিদেশ থেকে দেশে ফিরে নিজের ব্যবসায় মন দিয়েছি। স্ত্রী-সন্তান নিয়েও সুখী। একই পাড়ায় বাসা বলে সেই বড় ভাইয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে পথে দেখা হয়ে যায় আমার। আমাকে দেখলেই উনি মাথা নিচু করে ফেলেন। তার ভেতরে যে একটা অপরাধবোধ কাজ করে এটা বেশ বুঝি। আর তখনই ওই ঘটনা আমার মনে পড়ে যায়। ওই বড় ভাইকে এখন দেখলে আমার কেমন যেন হাসি পায়, আবার কৈশোরের নিজের গাধামির কথা ভাবলে বিরক্তও লাগে। কেন যে উনার কথায় রাজি হয়ে পর্নো দেখতে রাজি হয়েছিলাম! এটাই ছিল আমার বড় ভুল। পুরনো স্মৃতিটাকে পাত্তা না দেয়ারই চেষ্টা করি আমি। তবুও যখন ওই ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, এসব স্মৃতি মনে পড়ে যায়। মনের ওপর তো আর কারো হাত নেই! জানি না, ওই বড় ভাইয়ের ওসব কথা মনে আছে কিনা। শুনেছি, তিনি এখন বিবাহিত ও তিন সন্তানের জনক।

–নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

মন খুলে

তোমার স্মৃতি আজো...

আমার মনের ভেতর যার ছবি এঁকেছিলাম, ফুল ভেবে সৌরভ নিতে হাত বাড়িয়ে কাঁটার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আজ আমার অন্তর। স্মৃতি যখন নিঃশব্দ ভুবন। অনেক রাত, থেমে গেছে দুনিয়ার সব কোলাহল। তখন হয়তো এই পৃথিবীর বুকে কেউ জেগে নেই, সবাই ঘুমিয়ে গেছে, হয়তো তুমিও। কিন্তু আমার দুটি চোখে একটুও ঘুম আসে না। শুধু মনে পড়ে তোমার কথা। শ্রাবণের উচ্ছ্বাসে যৌবনা নদী যদি জানত একদিন তার বুকে উত্তপ্ত মরুভূমির মতো ধু-ধু বালুচর জেগে উঠবে, তাহলে নদী কখনো সমুদ্রকে জল দিত না। কোকিল যেমন অপেক্ষা করে বর্ষার জন্য, শিশির ভেজা ঘাস যেমন অপেক্ষা করে সূর্যের আলোর জন্য, আমি তেমনি অপেক্ষা করব শুধু তোমার বিশ্বাসী হৃদয়ের ভালবাসার জন্য। আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, জোছনা গেছে কেটে। 'নীলমেয়ে' তোমায় ভাবছি বসে এই শ্রাবণ ঝরা রাতে। তারাগুলো ভাব হারিয়ে গেছে, রয়েছি পড়ে একা, অবুঝ মনের নিষ্ফল আকুতি, চেয়েছে তোমার দেখা। গভীর রাতের শূন্যতা যেন, বিষিয়ে তুলেছে মন, তবুও যে তোমায় ভালবেসে যাব, যত দিন আছে জীবন। জানি না কোথায় লুকিয়ে আছ, আমায় ছেড়ে দূরে, হৃদয় মাঝে স্বপ্ন কুটির গড়েছি তোমায় ঘিরে। বৃষ্টি ঝরা গভীর রাতে, ভিজবে পৃথিবী দেখব দুজনে হাতে হাত রেখে জড়িয়ে কাছে হারাব দুজন সুখের ভুবন। শ্রাবণের রাতে তুমিহীনা, কষ্ট প্রহরী, দেয় যে হানা, পাহাড় ব্যথা বুকে জমিয়ে দিন যে কাটে তুমি বিনা।

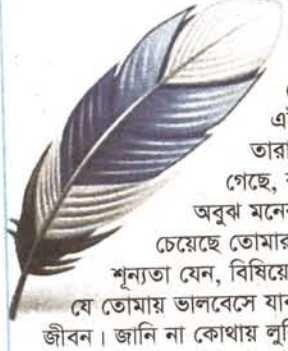

মুন্না (সুইট), *সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ*

বেড়াতে গেলে বন্ধুর বাড়ি

তারুণ্যের প্রাণ হলো বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে কার না ভালো লাগে? আর আড্ডাটা হয় যদি কোনো বন্ধুর বাড়িতে, তাহলে আড্ডার সঙ্গে যোগ হয় আন্টি বা আপুদের হাতে বানানো মজাদার খাবার আর বাড়তি অনেকখানি স্নেহ-মমতার স্পর্শ। হাসি আর আনন্দে কেটে যায় আড্ডাবাজির অসাধারণ কিছু সময়। তবে পৃথিবীর সব মানুষ যেমন একরকম নয়, তেমনি সবার বাড়ির পরিবেশও এক নয়। অনেকের বাড়িতেই আড্ডা দেয়ার পরিবেশ বা অনুমতি কিন্তু নেই! আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেকে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে ভুলে যায় স্বাভাবিক কিছু শিষ্টাচার। যে বন্ধুটির বাড়িতে আপনার অবাধ যাতায়াত, সেই বাড়ির দরজা যাতে আপনার জন্য বন্ধ হয়ে না যায়, সেদিকেও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। তাই সাধারণ কিছু আদব-কায়দা মেনে চললে বিরাগভাজন হতে হবে না কারোরই। না আজকে, না জীবনে কখনো। • বন্ধুর বাড়িতে বন্ধু ছাড়াও নিশ্চয়ই আরো অনেকে থাকেন। বাড়ির অন্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কুশল জিজ্ঞাসা করুন। বাসায় অপরিচিত কাউকে দেখলে এড়িয়ে যাবেন না। তার দিকে তাকিয়ে সম্ভাষণের ভঙ্গিতে মিষ্টি করে হাসুন। • বন্ধুর সঙ্গে জমিয়ে এমন কোনো ব্যাপারে কথা বলছেন, যেটা অন্য কাউকে জানাতে চান না, এমন পরিস্থিতিতে কেউ চলে এলে হঠাৎ কথা থামিয়ে দেবেন না। বরং চট করে কথার প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলুন। কথা থামিয়ে দিলে খুব খারাপ দেখাবে। এমনকি তিনি এটাও ভাবতে পারেন যে, আপনারা তাকে নিয়েই কথা বলছিলেন। • হাসিঠাট্টা, মজা করুন, তবে অযথা হুল্লোড় করবেন না। অহেতুক চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুললে বন্ধুর বাড়িতে আপনার গুরুত্ব কিন্তু কমেও যেতে পারে। • কথা বলার সময় একটু সতর্ক থাকুন। বিশেষ করে শব্দচয়নে। বেফাঁস কিছু বলে বসবেন না। অনেকেরই কথায় কথায় স্ল্যাং ব্যবহার করার অভ্যাস থাকে। বন্ধুর বাড়িতে পারতপক্ষে এ কাজটি করবেন না। আপনার সম্পর্কে যে কেউ নেতিবাচক ধারণা করতে পারে। • বন্ধুর বাড়িতে বেড়ানো মানে অবশ্যই হরেক খাবারের আয়োজন। বাড়ির কোনো সদস্য নাশতা দিতে এলে জায়গা থেকে উঠে গিয়ে তাকে পরিবেশন করতে সাহায্য করুন। তিনি হয়তো আপনাকে মানাই করবেন, তবুও এগিয়ে যান।

বলা হয়, বন্ধু তৈরি মাটিতে বন্ধু লেখার মতো সহজ, কিন্তু বন্ধুত্ব রক্ষা করা পানিতে বন্ধু লেখার মতো কঠিন। আর বন্ধুত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে বন্ধুর পরিবারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বন্ধুত্ব রক্ষার খাতিরে হলেও বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে নম্র ও ভদ্র থাকুন।

–নুসরাত জাহান